প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

"তথ্য অধিকার আইন"

প্রশিক্ষণ শাখা
পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭
www.bjri.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১০৮৬৮, ৮১২১৯৩১-২
ই-মেইল : dg@bjri.gov.bd
www.bjri.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

প্রশিক্ষণ মডিউল

প্রশিক্ষণের নাম	:	"তথ্য অধিকার আইন"
সম্ভাব্য তারিখ	:	২৯-০৯-২০২০ খ্রিঃ
প্রশিক্ষণের স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, বিজেআরআই।
প্রশিক্ষণের পরিচালক	:	ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, পরিচালক (পিটিসি), বিজেআরআই।
প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী	:	জনাব মোঃ আবুল খায়ের মোল্লা, এসএসও, পিটিসি বিভাগ, বিজেআরআই।
প্রশিক্ষণের মেয়াদ	:	০১ (এক) দিন।
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	:	৪১ (একচল্লিশ) জন বিজ্ঞানী/কর্তকর্তা।

সময়	বিষয়	প্রশিক্ষকের নাম ও পদবী
৯.০০-৯.৩০	রেজিস্ট্রেশন	কোর্স সমন্বয়কারী
৯.৩০-১০.১৫	সরকারী কর্মচারী আচরণ ও তথ্য অধিকার বিষয়ক ধারণা ও আলোচ্য বিষয়াদির পরিচিতি	ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) বিজেআরআই
১০.১৫-১০.৩০	**চা বিরতি**	
১০.৩০-১১.২০	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম সদস্য-পরিচালক, অর্থ (যুগ্ম-সচিব) বিএডিসি
১১.২০-১২.১০	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন-২০১১	
১২.১০-১.০০	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৭	
১.০০-২.০০	**লাঞ্চ বিরতি**	
২.০০-২.৫০	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ও আলোচনা	ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম পরিচালক (পিটিসি), বিজেআরআই
২.৫০-৩.১০	**চা বিরতি**	
৩.১০-৪.০০	প্রশিক্ষণ সমাপনী	ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) বিজেআরআই/ ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম পরিচালক (পিটিসি), বিজেআরআই

তথ্য অধিকার

Right to Information(RTI)

- তথ্য অধিকার আইন,২০০৯
- তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
- তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০
- তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০
- তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১

Basis of RTI Act

- Universal Declaration of Human Rights 1948
- Covenant on International Civil & Political Rights 1966
- Artcles 7 & 29 of the Constitution of Bangladesh
- 7. (1) All powers in the Republic belong to the people, and their exercise on behalf of the people shall be effected only under, and by the authority of, this Constitution. Cont.

2

Basis of RTI Act

39. (1) Freedom of thought and conscience is guaranteed.

(2) Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence–

(a) the right of every citizen to freedom of speech and expression; and

(b) freedom of the press,

are guaranteed.

3

Inapplicability of this Act (A-32)

1. NSI
2. DGFI
3. Defence Intelligent Units
4. CID
5. SSF
6. Intelligent Cell of NBR
7. SB
8. Intelligent Cell of RAB

4

বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন

১৭৬৬-সুইডেন

১৯৬৬- আমেরিকা

১৯৮২- অস্ট্রেলিয়া

১৯৮৩- কানাডা

২০০০- ব্রিটেন

২০০২-পাকিস্তান

২০০৫- ভারত, জার্মানি

এযাৎ ১১৫টি দেশে এ আইন চালু হয়েছে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান ২৪তম, মেক্সিকো ১ম, ভারত ৫ম।

5

১। (১) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

প্রবর্তন (২)

(ক) ধারা ৮, ২৪ এবং ২৫ ব্যতিত অন্যান্য ধারা ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে কার্যকর

এবং

(খ) ৮, ২৪ এবং ২৫ ধারা ১লা জুলাই, ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর ।

২। (ঘ) তথ্য প্রদান ইউনিট

(অ) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

(আ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

7

২(চ) তথ্য

(চ) "তথ্য" অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে না ।

8

৩। আইনের প্রাধান্য

(ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এ আইনের বিধানাবলী দ্বারা খুন্ন হবে না; এবং

(খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এ আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাবে।

9

৪। তথ্য অধিকার

এ আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

10

১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(১) কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

(৫) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারবেন এবং এরূপ সহায়তা চাওয়া হলে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

(৬) কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাওয়া হলে এবং এরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য আইনের কোন বিধান লংঘিত হলে সেক্ষেত্রে এ আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে গণ্য হবেন।

11

৮। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ

(১) কোন ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন।

(২) অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে-

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে উহার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং

(ঈ) কোন্ পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী উহার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

12

৯। তথ্য প্রদান পদ্ধতি

(১) অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে ।

(২) অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

(৩) তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকারীকে অবহিত করতে হবে ।

(৪) অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে ।

৯। তথ্য প্রদান পদ্ধতি

(৫) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৬) কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করে এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করতে হবে ।

(৭) মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন–তথ্যের মুদ্রিত মূল্য ইলেক্ট্রনিক ফরমেট এর মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউটের যে ব্যয় তার অধিক মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না।

14

৯। তথ্য প্রদান পদ্ধতি

(৮) অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হলে এবং উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তৃতীয় পক্ষ উহা গোপনীয় তথ্য গণ্য করেছে সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে উহার লিখিত বা মৌখিক মতামত চাহিয়া নোটিশ প্রদান করবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করলে উহা বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

15

৮। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ

(৩) তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ মুদ্রিত ফরমে বা নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে ঃ

ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হইলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হলে তথ্যাবলী সন্নিবেশ করে সাদা কাগজে বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে।

(৪) অনুরোধকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

(৬) বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হবে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে।

16

২৪। আপীল নিষ্পত্তি, ইত্যাদি

(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুদ্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার বা সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে–

(ক) আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন; অথবা

(খ) আপীল আবেদনটি খারিজ করে দিবেন।

17

২৫। তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি

(১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন:

(ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হলে;

(খ) ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে;

(গ) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত বিষয়ে যে কোন সময় এবং দফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

18

২৫। তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি

(১০) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে, তবে, ক্ষেত্র বিশেষে, স্বাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ বা তদন্ত সম্পাদন ইত্যাদি কারণে বর্ধিত সময়ের প্রয়োজন হলে উক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পন্ন করবে ঃ

তবে অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ, কোনক্রমেই সর্বমোট ৭৫ দিনের অধিক হবে না।

19

১৩। তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোন অভিযোগ দায়ের করলে তথ্য কমিশন উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, উহার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করতে পরবেঃ

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;

(খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে;

(গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করে, এ আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে;

20

১৩। তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(ঘ) কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হলে, যাহা তাহার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়;

(ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে বা যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে উহা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর মনে হলে;

(চ) এই আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

21

১৩। তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(২) তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil procedure, ১৯০৮ (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এ ধারার অধীন সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেনঃ

(ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করা;

22

১৩ (৩) তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা;

(ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করে সমন জারী করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

23

৫। তথ্য সংরক্ষণ

(১) এ আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

(২) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলে মনে করবে সে সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করবে।

24

৬। তথ্য প্রকাশ

(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এরূপে সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করতে পারবে না।

25

৬। তথ্য প্রকাশ

(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা ঃ–

(ক) কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;

(খ) কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়্যাল, ইত্যাদির তালিকাসহ উহার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণী-বিন্যাস;

(গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে উহার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তার সাথে কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সে সকল শর্তের বিবরণ;

(ঘ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।

26

৬। তথ্য প্রকাশ

(৪) কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং, প্রয়োজনে, ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে।

(৫) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করতে হবে এবং উহার কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করতে হবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে।

27

৭। কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

এ আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না-

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশীরাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ভঙ্গ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

28

৭। কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বাব্যবসায়িক গোপনীয় বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা ঃ–

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

29

৭। কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্থ হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরুপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠুবিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

30

৭। কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যা প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যা প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

31

৭। কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমতে, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য ঃ

32

৭। কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

- মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমতে, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অনুরূপ সিদ্ধান্তটি কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে উহা প্রকাশ করা যাবে।
- এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

33

২৭। জরিমানা

(১) কমিশন প্রতি দিনের জন্য ৫০(পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারবে, এবং এরূপ জরিমানা কোনক্রমেই ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জরিমানা আরোপের পূর্বে তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করবে।

34

৩১ ।সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

এ আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে বা করার উদ্দেশ্য ছিল বলে বিবেচিত, কোন কাজের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হলে তিনি তথ্য কমিশন, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ বা তথ্য কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রূজু করা যাবে না।

35

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং এর তালিকা

ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) (চলতি দায়িত্ব)

বর্তমানে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর চলমান কার্যক্রমসমূহ অর্থাৎ যে সব তথ্য ও সেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে এবং যথারীতি থাকিবে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো-

- পাটের ব্রিডার বীজ উৎপাদন কলাকৌশল ও মানসম্মত বীজ সরবরাহ বিষয়ক তথ্যাদি
- বিভিন্ন জাতের পাটের চাষাবাদ পদ্ধতি ও পরিচর্যা
- পাট ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণ, প্রতিকার ও দমন কৌশল
- পাটের রোগবালাই চিহ্নিতকরণ ও দমন ব্যবস্থাপনা
- পাট উৎপাদনে পানি ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি
- পাট আবাদে আবহাওয়া পরিবেশে প্রভাব
- মাটির গুণাগুণ ও সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাটের অধিক আঁশ ও বীজ উৎপাদন কলাকৌশল
- পাট উৎপাদনের বিভিন্ন ধরণের জৈব ও সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি
- বিভিন্ন জাতের পাট ফসলে (শাক) বিদ্যামান পুষ্টিমান ও গুনাগুণ এবং পাট আঁশে বিদ্যমান জৈব (biochamical) উৎপাদন
- বিভিন্ন জাতের পাট ফসলে (শাক) বিদ্যমান পুষ্টিমান ও গুণাগুণ এবং পাট আঁশে বিদ্যমান জৈব (biochamical) উৎপাদন
- পাট ও পাট বীজ ভিত্তিক শস্য বিন্যাস ও উৎপাদন কলা কৌশল
- পাট উৎপাদন বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তর
- পাট চাষাবাদে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহার কলাকৌশল
- পাট পচনে আঁশের মান উন্নয়নের কলাকৌশল
- স্বল্প পানিতে পাট পচনের কলাকৌশল
- খামার ও শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্যাদি
- পাটের বাজার অর্থনীতি ও আবাদ সংক্রান্ত উপাত্ত
- চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, অর্থ বরাদ্দ ইত্যাদি
- পাটের ওয়েবসাইট (www.bjri.gov.bd), আইসিটি ও কৃষিতথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ
- আধুনিক পাট চাষাবাদ পদ্ধতি, সমস্যা ও সমাধান কলাকৌশল বিষয়ে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে তথ্য
- পাট ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত দেশী-বিদেশী বই ও জার্নাল সংক্রান্ত তথ্য।
- পাট বিষয়ক ট্রেনিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপের তথ্য
- পাটের সূতা ও কাপড় প্রস্তুত প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য
- উন্নতমানের পাটের সূতা উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মেশিনের প্যারামিটার ও প্রসেসিং প্রক্রিয়া
- জুট কম্পোজিট ম্যাটারিয়ালের প্রস্তুত প্রণালী এবং দ্রব্য গুণাবলী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য।
- পাট আঁশ, সূতা ও কাপড়ের ভৌতিক (Physical, Textile, Mechanical) গুণাবলী সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য
- পাট আঁশ সম্পর্কিত টেস্টিং যন্ত্রপাতির ও স্ক্যান মেডিফিকেশন সম্পর্কিত তথ্য
- পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রঞ্জন প্রক্রিয়া ও এ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য
- পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য
- অনুমোদিত সকল প্রকল্পের তথ্য
- সমাপ্ত সকল প্রকল্পের তথ্য (প্রকল্প ফাইনাল রিপোর্ট)